নিউ থিয়েটার্স প্রোডাক্‌সন্স প্রাঃলিঃ নিবেদিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত

শেষরক্ষা

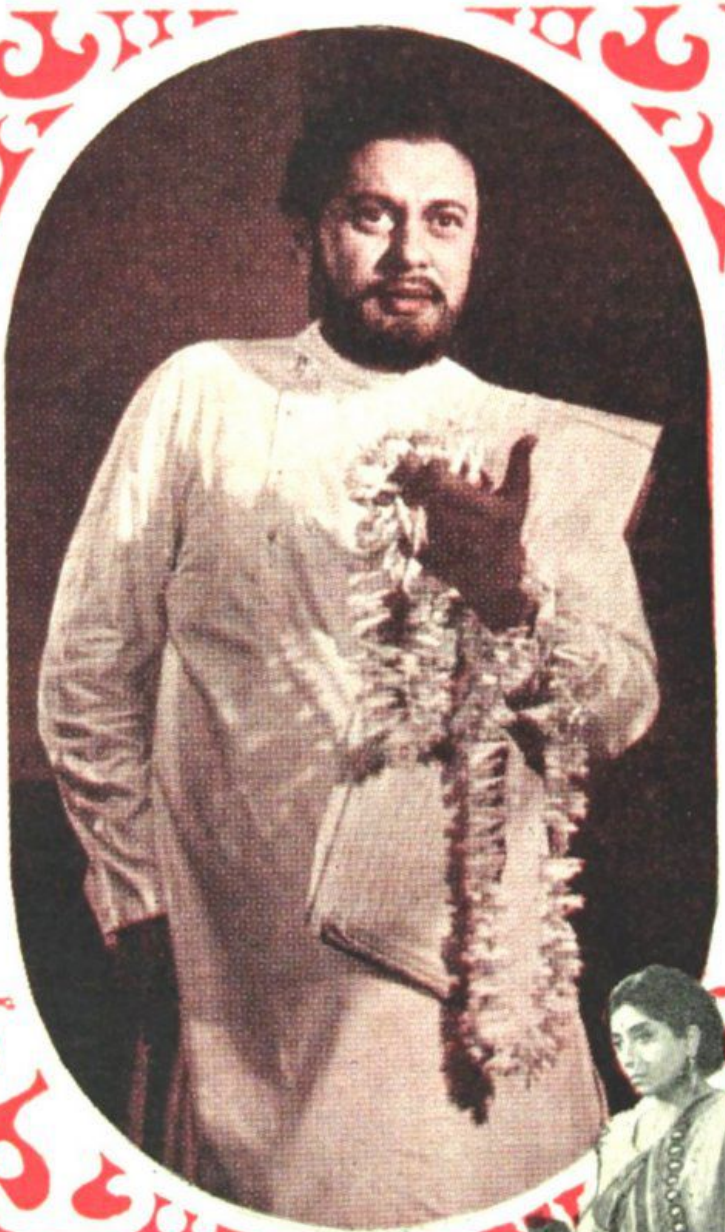

নিউ থিয়েটার্স প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ নিবেদিত
সরকার প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ প্রযোজিত
রবীন্দ্রনাথের

শেষরক্ষা

প্রযোজনা : **দিলীপ সরকার**

পরিচালনা : **শংকর ভট্টাচার্য** সুর : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

চিত্রনাট্য : জ্যোৎস্নাময় চৌধুরী ॥ চিত্রগ্রহণ : রামানন্দ সেনগুপ্ত ও পিন্টু দাশগুপ্ত ॥ শিল্পনির্দেশনা : সুনীতি মিত্র ॥ সম্পাদনা : গদাধর নস্কর ॥ রূপসজ্জা : দেবী হালদার ॥ শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল ও অতুল চট্টোপাধ্যায় ॥ সঙ্গীত গ্রহণ : জ্যোতি চ্যাটার্জী ॥ শব্দপুনঃযোজনা : মুক্তেশ দেশাই (রাজকমল কলামন্দির প্রাঃ লিঃ, বোম্বাই) ॥ প্রধান কর্মসচিব : নবীন মুখার্জী ॥ ব্যবস্থাপনা : বিনয় ধর পোষাক : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ॥ ষ্টুডিও ম্যানেজার : প্রভাত দাস ও ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য ॥ অফিস ম্যানেজার : রমেশ চ্যাটার্জী ও অমর বোস ॥ স্থিরচিত্র : এড্না লরেঞ্জ ॥ পরিচয়লিখন : দুলাল সাহা জনসংযোগ সচিব : শ্রীপঞ্চানন ॥ প্রচার পরিকল্পনা : ধীরেন মল্লিক

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে কবিগুরুর গান

"হায়রে ওরে যায় না কি জানা ॥" "কাছে যবে ছিলো ॥"
"জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না ॥" "যার অদৃষ্টে যেমন জুটেছে ॥"

নেপথ্যকণ্ঠে : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন বসু, সুমিত্রা রায় ও ইন্দ্রাণী রায়**

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : অমিতাভ চ্যাটার্জী, দিলীপ মুখার্জী, গুলবাহার সিং টাটেজী এবং সিদ্ধার্থ দত্ত ॥ শিল্প নির্দেশনা : বুদ্ধদেব ঘোষ ॥ সম্পাদনা : হরিনারায়ণ মুখার্জী ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন ও রথী ঘোষ ॥ সঙ্গীতগ্রহণ : ভোলানাথ সরকার ও রবি চৌধুরী ॥ বিশেষ শব্দগ্রহণ : হিমাদ্রী ভট্টাচা ব্যবস্থাপনা : রমেন দেব ॥ রূপসজ্জা : হারু দাস ॥ কেশবিন্যাস : প্যার আলি ও চণ্ডী সাহা ॥ সে প্রপার্টি : দি নিউ কর্ণওয়ালিস এক্সচেঞ্জ, ডি, আর, মেক আপ ইণ্ডাষ্ট্রি, রসা ইলেকট্রিক ও ইয়ং বেঙ্গ ডেকরেটর্স ॥ আলো : দুখীরাম, সতীশ, অনিল, ব্রজেন মঙ্গল, গোবিন্দ, বেণু, মধু, ঝন্টু, শম্ভু, জ হরিপদ ॥ দৃশ্য : মনি, গোপাল, ননি, মহম্মদ, হারান, সুশীল, কানাই, দুলাল, ছতুরী, চরণ, বিশ্ব, ভ প্রভাকর, ও পাঁয়ারী ॥ ব্যবস্থাপনা : গৌর দাস ও রমেশ অধিকারী ॥ চিত্রগ্রহণ : বিশ্বজিৎ ব্যানা রূপসজ্জা : কেষ্ট ঘোষ ॥ পোষাক : কান্টু ও অশোক ॥ পরিস্ফুটনে : অবনী রায়, অবনী মজুমদা রবীন ব্যানার্জী, কানাই ব্যানার্জী, ফণি সরকার ও বীরেন গুহ বিশ্বাস।

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, শ্রীবিনয় চ্যাটার্জী, শ্রীমতী ইন্দিরা দত্ত, মিস্ রু মুখার্জী, মিস্ অদিতি রায় চৌধুরী, শ্রীকিশোরী চরণ লাহা, শ্রী এস. সি. ধর ও শ্রীসুবোধ মিত্র (কবিবাবু) নিউ থিয়েটার্স ১নং ও ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে গৃহীত এবং আর, বি, মেহত তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রাঃ লিঃ এর পরিস্ফুটিত।

চরিত্রচিত্রণে : অনিল-সাবিত্রী, সন্তু-সুমিত্রা, দীপংকর মহুয়া

সত্য ব্যানার্জী, অমিত দে, বিমল দত্ত, কৃষ্ণ ব্যানার্জী, অবনী ভট্টাচার্য, সন্তোষ দত্ত, বাবু সেন, ডাঃ বল ব্যানার্জী, জিতেন সিন্‌হা, নারায়ণ ব্যানার্জী, মনোজিৎ লাহিড়ী, স্বপন চ্যাটার্জী, দিলীপ মুখার্জ রাধানাথ নায়ক, সুভাষ সিংহ রায়, পরিতোষ রায়, দেবনাথ চ্যাটার্জী, মিহির পাল, ভারতী দে পদ্মা দেবী, অলকা গাঙ্গুলী, লতিকা বসু, মিতালী দাস, ইন্দুলেখা দেবী, সর্বাণী ঘোষাল, চৈতালী দা ইলা, মধুমতী ও আরও অনেকে।

চিত্রনাট্যকার শ্রীচৌধুরীর অকাল প্রায়ণে এই চিত্রটি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হ'ল।

বিশ্ব পরিবেশনায় : **শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ। কলিকাতা-১৩**

কাহিনী

মির্জাপুর ষ্ট্রীটে চন্দ্রকান্তবাবু ও ক্ষান্তমণির সুখের সংসার! অশান্তি শুধু আইনজীবি চন্দ্রবাবুর কাব্যপ্রীতি। চন্দ্রবাবুর এই বেচালের জন্যে রবিবারের কবিতার আসরের অন্যতম সদস্য কবি বিনোদ বিহারীর ওপর ক্ষান্ত অপ্রসন্ন; তাঁর মতে বিনোদ এক নম্বর লক্ষ্মীছাড়া।

ক্ষান্তমণি বললে কি হয়! লক্ষ্মীদের মহলে কিন্তু উদীয়মান কবি বিনোদের পসার ভারী। বিশেষ করে চন্দ্রবাবুর প্রতিবেশী নিবারণবাবুর কুমারী কন্যা ইন্দুমতীর তো তাই মত। নিবারণবাবুর আশ্রিতা বন্ধুকন্যা কমলমুখীও বিনোদের কাব্যগ্রন্থ 'আঙ্গুরলতা' ও 'কানন কুসুমিকা'র ভক্ত পাঠিকা। শব্দের রাস্তা বেয়ে ধেয়ে আসা এক অদৃশ্য শব্দভেদী বাণে বিনোদ-কমলের হৃদয় অজান্তেই বিদ্ধ হয়ে গেছে দেখা শোনার দরকার হয়নি! কবিকুঞ্জের খড়খড়ির পেছনে একটা ধরফড়ানির আভাস পায় ইন্দু। ক্ষান্ত অবাক চোখে দেখে কেমন করে কমলের গানের বান গিয়ে ঠেকে কবিকুঞ্জের জানালায়।

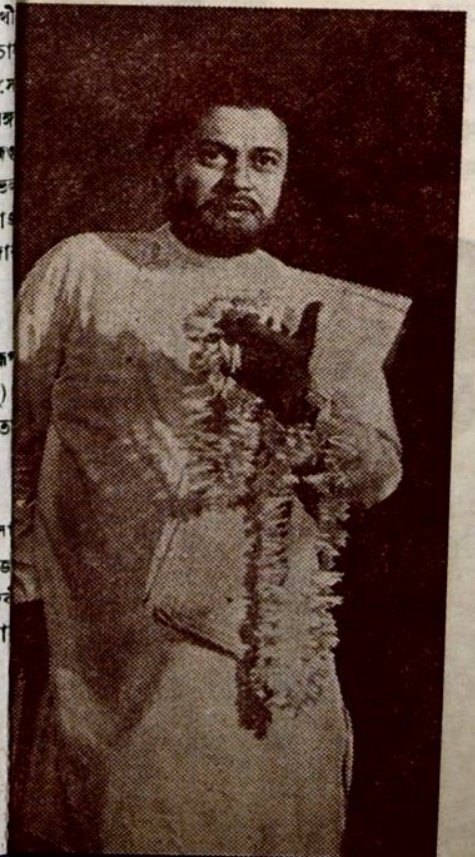

এদিকে কবিকুঞ্জে বসে বসে এক অধরা ইশারাকে ধরতে চায় বিনোদ। সামনের বাড়ী থেকে ভেসে আসা গান শুনে, সেই অদেখার গান রূপটিকেই বরণ করার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে সে। বন্ধুবৎসল চন্দ্রদা রাজী হয়ে যান ঘটকালি করতে। বিনোদ সম্প্রতি এম, এ, পাশ করে বি, এল, উত্তীর্ণ হয়েছেন একথা জানার পর বিনোদের সঙ্গে কমলের বিবাহের সম্মতি দিয়ে দেন নিবারণবাবু।

সম্মতি দিতে হয় ইন্দুর বিবাহের ও। কারণ বাল্যবন্ধু বিপত্নীক শিবু ডাক্তারের ছেলে হবু ডাক্তার গদাইকে একটু কড়া শাসনে রাখে, আর বুড়ো শিবচরণকে একটু দেখাশোনা করে এমন একটি মেয়ে না হলে শিবচরণের সংসার অচল হতে বসেছে। ছেলে-মেয়ের পছন্দ অপছন্দের কথা চাপা পড়ে গেল শিবু ডাক্তারের যুক্তিতে। ইন্দুমতীর

কিন্তু পছন্দটাই প্রথম ও প্রধান কথা ; বিশেষ করে নাম। পছন্দসই ভক্তিও হয় না, মুক্তিও আসে না। ইন্দুমতী তাই পরিষ্কার জানিয়ে দেয় তার সয়ম্বর সভার নিমন্ত্রণের ফর্দ থেকে গদাই নামটা কাটা পড়ল।

কিন্তু জড়িয়ে পড়ল ফুটফুটে কার্তিকের মত চেহারার একটি। ক্ষান্তমণির কথামত যাকে সে ললিত বলেই জেনেছে। চন্দরদার বৈঠকখানায় প্রথম দর্শনেই তাকে চাকর বানিয়ে, নিজেকেও বাগবাজারের মেয়ে কাদম্বিনী বলে পরিচয় দিয়ে বসে ইন্দুমতী।

চন্দ্রবাবুর বন্ধুমহলে একমাত্র হবু ডাক্তার গদাইয়ের মতে ভা একটা স্নায়ুর ব্যামো, অনেকটা অম্বলের ব্যামোর মতো। কিন্তু কাদম্বিনীকে দেখার পর থিওরিই বদলে ফেলল গদাই ; কবিতা লেখারে ফেলল সে।

এদিকে বিনোদের কবিতার ভাব গেল শুকিয়ে। তার ছোট্ট মাথাটা কোন রকমে বাঁচতো। কিন্তু হিসেবের ভুল কমলকে ছাতার আর এক শরিক করে ডেকে এনে দুজনের কাঁধেই জল পড়ার দুঃখ দেছে তাকে। অতএব কমলকে ফিরে আসতে হল কবি স্বামীর সংসার ছেড়ে মির্জাপুরে নিবারণ কাকার বাড়ীতে।

ক্ষান্তমণিও রাগ করে এসে উঠলো বাপের বাড়ী। বিনোদবাবুর অহেতুক পক্ষপাতিত্ব তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। বন্ধু-সংসর্গ করতে গিয়ে চন্দ্রবাবু হারালেন স্ত্রীর সংসর্গ। চন্দ্রবাবুর অভ্যা ফাটা বেলুনের মতো চুপসে !

চুপসে গেল গদাইও। কাদম্বিনীর খোঁজে বাগবাজারের রাস্তা খাওয়ার মতো ঘুরতে ঘুরতে বাবার কাছে ধরা পড়ে গেল সে। পিসীমা মারফৎ জানিয়ে দিল কাদম্বিনীকে না পেলে তার জীবন বৃথা নর রাগকে বাগ মানিয়ে শিবচরণ ছুটলেন বাগবাজারের গঙ্গামাধবের কাছে। হাতে পায়ে ধরে তাঁর মেয়ে কাদম্বিনীর সঙ্গে গদাই-এর বিবাহ লেন। বন্ধু নিবারণকে কথা দিয়ে ফেলে এখন কি বলবেন ভেবে অস্থির হতে লাগলেন তিনি। কমলহারা অস্থির বিনোদ সুস্থির হোলো মহারাণীর বাড়ীতে হঠাৎ চাকরীটা পেয়ে। কিন্তু গণ্ডগোল বাঁধলো মহারাণী বিনোদের স্ত্রীকে তাঁর সঙ্গিনী হিসেবে রাখতে চেয়ে। বিনোদ কমলকে আনতে গেল শ্বশুড়-বাড়ী ; ফিরল শূন্য হাতে।

কিন্তু শূন্য হাতে আসা অশোভন বলেই একহাঁড়ি বাগবাজারের রসগোল্লা নিয়ে হবু জামাতা গদাইকে আশীর্ব্বাদ করতে এলেন সস্ত্রীক গঙ্গামাধব চৌধুরী। গদাই কিন্তু বেঁকে বসল কাদম্বিনীকে বিয়ে করবে না বলে। কারণ এতদিনে নিবারণ বাবুর কন্যা ইন্দুমতীকে বিবাহ করার সুবুদ্ধি হয়েছে তার। যেহেতু তার বাবা নিবারণ বাবুকে আগে কথা দিয়ে রেখেছেন। শিবু ডাক্তার স্তম্ভিত ! গঙ্গামাধব উত্তপ্ত। বিনোদ বিভ্রান্ত ! কমল বিপর্য্যস্ত ! ইন্দু দুঃখিত ! ক্ষান্তমণি অনুতপ্ত ! প্রচণ্ড ! বিপত্তি ! এক গাদা সমস্যা ! 'শেষরক্ষা'র ভার পড়ল চন্দ্রকান্তবাবুর ওপর। টলমলে নৌকার হাল ধরলেন তিনি। যবনিকা পতনের পূর্বে বাসর ঘরের রুদ্ধ দুর্গ ভেঙ্গে ফেলে দয়াময়ীদের মান ভাঙ্গাতে গান ধরলেন ;—

"যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে
সেই আমাদের ভালো"

সঙ্গীত

(১)

হায়রে ওরে যায় না কি জানা।
নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায় পায়না ঠিকানা
অলখ পথেই যাওয়া-আসা, শুনি চরণধ্বনির ভাষা,
গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় রইল নিশানা।
কেমন করে জানাই তারে
বসে আছি পথের ধারে
প্রাণে এল সন্ধ্যাবেলা আলোয় ছায়ায় রঙীন খেলা,
ঝড়ে পড়া বকুলদলে বিছায় বিছানা।

(২)

কাছে যবে ছিল, পাশে হল না যাওয়া।
চলে যবে গেল, তারি লাগিল হাওয়া॥
যবে ঘাটে ছিল নেয়ে তারে দেখি নাই চেয়ে,
দূর হতে শুনি স্রোতে তরণী বাওয়া॥
যেখানে হল না খেলা সে খেলা ঘরে,
আজি নিশিদিন মন কেমন করে।
হারানো দিনের ভাষা স্বপ্নে আজি বাঁধে বাসা।
আজ শুধু আঁখিজলে পিছনে চাওয়া॥

(৩)

জয় ক'রে তবু ভয় কেন তোর যায়না,
হায় ভীরু প্রেম হায় রে।
আশার আলোয় তবুও ভরসা পায় না,
মুখে হাসি তবু চোখে জল না শুকায় রে॥
বিরহের দাহ আজি হল যদি সারা;
ঝরিল মিলন রসের শ্রাবণ ধারা,
তবুও এমন গোপন বেদন তাপে
অকারণ দুখে পরাণ কেমন দুখায় রে॥
যদি বা ভেঙেছে ক্ষণিক মোহের ভুল,
এখনো প্রাণে কি যাবে না মানের মূল
যাহা খুঁজিবার সাঙ্গ হ'ল তো খোঁজা,
যাহা বুঝিবার শেষ হয়ে গেল বোঝা,
তবু কেন হেন সংশয় ঘন ছায়ে—
মনের কথাটি নীরব মনে লুকায় রে॥

(৪)

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে সেই আমাদের ভালো।
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালো॥
কেউবা অতি জ্বল জ্বল কেউবা ম্লান ছল-ছল,
কেউবা কিছু দহন করে, কেউবা স্নিগ্ধ আলো॥
নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতন অম্ল মধুর—একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো॥
আমরা তৃষ্ণা, তোমরা সুধা—তোমরা তৃপ্তি
আমরা ক্ষুধা—
তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো।
যে-মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার
ভালো লাগে—
কেউবা দিব্যি গৌরবরণ—কেউবা
দিব্য কালো॥

Synopsis

At Mirzapur Street is the happy home of Chandra Kanta Babu and Khantomoni. The only discord is legal-professioner Chandra's love for lyric. For this misbehaviour of Chandra, Khanto is displeased over poet Benodbehari,—a member of the Sunday-Literary-Club. According to her, Binod is the chief tramp.

But in the world of belles the up-coming poet Binod enjoys a high enough esteem. At least Chandra's neighbour Nibaran Babu's spinster daughter Indumoti's feelings are that way. Kamalmukhi, the daughter of a friend of Nibaran Babu, now under his care, is also an ardent reader of Binod's books of verse, "Angur Lata" and "Kanan Kusumika." Cupid's arrow, travelling by the sonic path, hits both Binod and Kamal even before they meet each other. Indu feels the rapid heart-throb behind the shutters of the "Kobikunja." Khanto also notices with surprise how Kamal's songs strike the window of the "Kobikunja."

On the other hand, in "Kobikunja" Binod tries to behold the call of the unseen gesture. On hearing the songs coming from the house oposite, Binod all on a sudden decides to marry the unseen lady with the lilting voice. The friend-in-need Chandra-da agrees to mediate. After coming to know that Binod has recently passed M.A., and B.L., Nibaran Babu gives his acceptance in Kamal's marriage with Binod.

Acceptance has to be given to Indu's marriage also, because Nibaran's childhood friend widower doctor Shibu's family was going astray without the presence of girl who could keep his son future-doctor Godai in strict discipline and look after the aging Shibcharan. The likes and dislikes of the bride and the groom-to-be are washed out by the flow of Doctor Shibcharan's logic.

But, for Indumoti—likings is of the first and foremost importance; specially regarding names. Without a lovable name one cannot respect a person nor can accept him with open heart. So, Indumoti clearly announces that from the list of her eligible suiters the name Godai is crased for good.

But she gets entangled with good looking, Smart Chap. Through Khantomoni she comes to know him as Lalit. At Chandra's parlour, on the very first meeting, Indu calls him a butler and announces herself a Kadambini, from the house of the Chowdhurys of Bagbazar.

In Chandra's circle of friends, only the would-be-doctor-Godai had the opinion that love is nothing but a nerve-disorder, some what like gastric troubles. But after meeting Kadambini Godai changes his theory and takes even to the misdeed of writing poetry.

? ? ?

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।